দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 06 NOV 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

উদ্বোধন করেছেন আন্তর্জাতিক সম্মেলন

প্রধানমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেননি ॥ প্রকৌশলীদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রকৌশলীদের উদ্দেশে বলেছেন, "সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে দেশ উন্নয়নে আপনাদের কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। অসততা ও দুর্নীতি যেন আপনাদের ভাবমূর্তিকে কলুষিত করতে না পারে।" তিনি বুধবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মেঘনা-গোমতী সেতুর পশ্চিম পাশে 'একবিংশ শতাব্দীতে প্রকৌশল পেশা' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে এ কথা বলেন। প্রস্তাবিত ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী 'ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ'ভুক্ত প্রকৌশলীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী উক্ত

(১৫ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

প্রধানমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ারিং

(প্রথম পাতার পর)

স্টাফ কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন না করায় সমবেত প্রকৌশলীদের একাংশ প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন উদ্ভাবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষতা অর্জনের জন্য অব্যাহত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। প্রকৌশল পেশায় জড়িত ডিপ্লোমা প্রকৌশলী, রাজমিস্ত্রী ও অন্য অপ্রকৌশলীদেরও আধুনিক মানসম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

ঢাকা নগরীতে ও ঢাকার বাইরে নবনির্মিত কয়েকটি দালান ও নির্মাণাধীন সেতু ভেঙ্গে পড়ার ঘটনা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে দক্ষতা ও জ্ঞানের অভাবেরই পরিচয় বহন করে। সীমিত সম্পদের দেশে এ ঘটনা খুব অনভিপ্রেতই নয়, অত্যন্ত দুঃখজনকও। এভাবে জীবন ও সম্পদের অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষতি কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না।

ইঞ্জিরিয়ার্স ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ-এর সভাপতি ডঃ আনোয়ারুল আজিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী জিল্লুর রহমান, টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী মোহাম্মদ নূরউদ্দিন খান এবং ইনস্টিটিউশনের সম্পাদক নূরুল হুদা বক্তৃতা করেন।

উত্তেজনা ও হাতাহাতি

টেলি যোগাযোগমন্ত্রী, জ্বালানিমন্ত্রী এবং ইনস্টিটিউশনের সভাপতির বক্তৃতায় প্রস্তাবিত 'ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন না হওয়ার আভাস পেয়ে একশ্রেণীর প্রকৌশলী হৈ চৈ করে প্রতিবাদ করে। পরে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের জন্য সরকার ২৪ একর জায়গা দিয়েছে। কলেজ ভবনের নক্সা তৈরি ও তহবিল সংগ্রহ হওয়ার পর তিনি কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে আসবেন। তাঁর আগেই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসার উদ্যোগ নিতে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের নেতৃবৃন্দের প্রতি তিনি পরামর্শ দেন।

এরপর ইনস্টিটিউশনের সভাপতি দোয়া পরিচালনার সময় প্রকৌশলীদের ক্ষুব্ধ অংশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

ইনস্টিটিউশনের নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিবর্গকে আপ্যায়নের জন্য নিয়ে গেলে প্রকৌশলীদের এক নেতা মাইকে এসে 'নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আবারও একই স্থানে প্রকৌশলীদের সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান।' এ ঘোষণা শুনে প্রধানমন্ত্রী আপ্যায়ন কক্ষ হতে আবার মাইকে এসে কে এই ঘোষণা দিয়েছে জানতে চান। কিন্তু ভীত সেই প্রকৌশলী তখনকার মতো আত্মগোপন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর বলেন, আমি কলেজের নামে আমার নাম লেখা শুধু একটি পাথর স্থাপন করতে চাই না। তিনি নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের জন্য জায়গা দেয়া হয়েছে। কলেজ হবে। নক্সা তৈরি ও তহবিল সংগ্রহের পর কাজ শুরু হলে ইনশাল্লাহ আমি এসে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করব।

প্রধানমন্ত্রী দাউদকান্দির উদ্দেশ্যে বাউসিয়া ত্যাগ করার পর প্রকৌশলীরা আবার বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত জনকণ্ঠের মুন্সীগঞ্জ সংবাদদাতা জানিয়েছেন, উত্তেজিত প্রকৌশলীদের মধ্যে এক পর্যায়ে বিক্ষিপ্ত হাতাহাতি শুরু হলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভোর হতে উপস্থিত প্রকৌশলীদের মধ্যে যে উৎসাহ-আনন্দ বিরাজ করছিল, তা নিমিষেই মুছে যায়।